২০০৪ সালের শীর্ষ দশ সফ্‌টওয়্যার

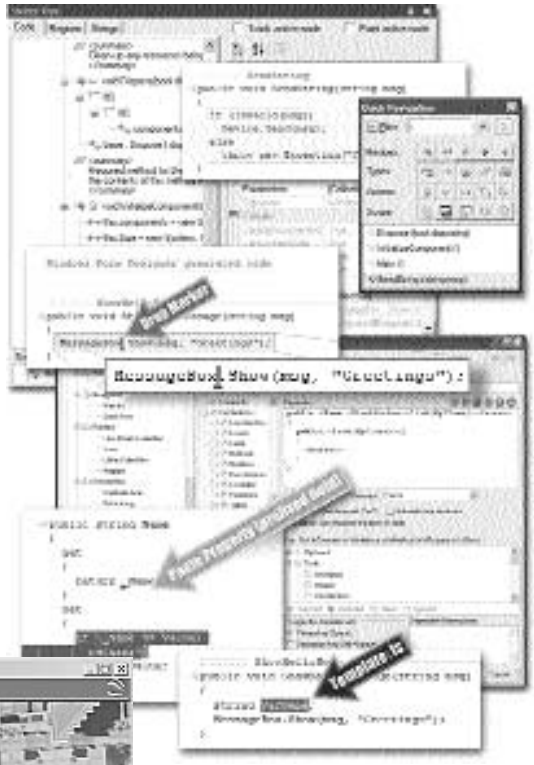

আইসিটি বিশ্বের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেলো ২০০৪ সাল। বিশ্বজুড়ে মন্দাভাব কাটিয়ে ধীরে ধীরে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সফ্‌টওয়্যার বাজার। আর নানা হিসাব-নিকাশের পর বিশেষজ্ঞরা এই ট্রিলিয়ন ডলার সফ্‌টওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেছে নিয়েছেন চলে যাওয়া বছরের সেরা দশটি সফ্‌টওয়্যারকে... লিখেছেন **ফাহিম হুসাইন**

১০. ম্যাক্সিভিস্‌টা ডুয়েল-মনিটর সফ্‌টওয়্যার

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গ্রাফিক্স সংক্রান্ত কাজকর্ম এখন জমজমাট। আর এ ধরনের কাজে প্রায়শই আপনার প্রয়োজন হয় একটি পিসির সঙ্গে যুক্ত একাধিক মনিটর। এই চাহিদা পূরণের জন্য এতদিন পর্যন্ত নতুন ভিডিও কার্ড আরেকটি আলাদা মনিটর কেনা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। কিন্তু ম্যাক্সিভিস্‌টার সফ্‌টওয়্যার ইন্টারফেস আপনাকে দিচ্ছে সেই ঝামেলা থেকে মুক্তি। আপনার যদি ল্যাপটপ বা পুরনো পিসি থেকে থাকে, সফ্‌টওয়্যারের সাহায্যে LAN-এর মাধ্যমে আপনার নতুন পিসির সঙ্গে সহজেই যোগ করে নিতে পারেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় মনিটর। টুলবার এবং পিসিতে চলা অগণিত প্রোগ্রাম উইন্ডো আপনি সুবিধা মতো একসঙ্গে দেখতে পারবেন এই বর্ধিত ডুয়েল মনিটর প্রোগ্রামের কল্যাণে। নিঃসন্দেহে আপনার কাজের গতিও বেড়ে যাবে বহুগুণ।

৯. ম্যাপ ২৪

এই ক্লায়েন্ট সাইড জাভা অ্যাপ্লিকেশনভিত্তিক ওয়েবসাইটটি নেটে বিদ্যমান অন্য দশটা ম্যাকিং সাইটের চেয়ে বেশ আলাদা। ম্যাপ ২৮-এর কোনো রাস্তা বা ম্যাপের ইন্টার‍্যাকটিভ গ্রাফিক ইন্টারফেস যেকোনো ব্যবহারকারীকেই দেবে জায়গা চেনার ক্ষেত্রে লেটেস্ট তথ্যসহ সর্বোচ্চ সুবিধা। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ সাইটটি তাই ২০০৪ সালে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

৮. ওপেন অফিস ১.১

কপিরাইটের ঝুটঝামেলা, লাইসেন্সের চড়া দাম বা বাজে পারফরম্যান্সের কারণে যারা অ্যাডোব অ্যাক্রোবেটের পুরো প্যাকেজ ব্যবহার করতে চান না তাদের ২০০৪ সাল ছিলো বড়ই সুখের। কারণ ওপেন অফিস ১.১ আপনাকে দিচ্ছে খুব সহজে মাইক্রোসফ্‌ট অফিস ডকুমেন্টগুলোকে পিডিএফ ফরম্যাটে কনভার্ট করার সুবিধা। এছাড়া আপনার সাধারণ মানের ২-ডাইমেনশানাল গ্রাফিক্স সংবলিত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনকেও ঝলমলে ফ্ল্যাশ প্রোগ্রামে কনভার্ট করতে সক্ষম ওপেন অফিস ১.১.

৭. ভিজুয়্যাল স্টুডিওর কোড রাশ

এই সফ্‌টওয়্যারটি যেন একজন ব্যস্ত প্রোগ্রামের জাদুর কাঠি! সারা দিন ভিজুয়্যাল স্টুডিওর ডটনেট প্রোগ্রামিংয়ের অগণিত

লাইন কোড লিখে এখন আর কাউকে ক্লান্ত হতে হবে না। কারণ কোড রাশ আপনাকে দিচ্ছে ইন্সট্যান্ট কোড টাইপিংয়ের সুবিধা। এই বিল্ট ইন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে চোখের নিমিষে যে কেউ লিখে ফেলতে পারবেন জটিল সব কোড টেমপ্লেট। কোড এডিটিং এবং কাস্টোমাইজ করার ক্ষেত্রেও কোড রাশ দিচ্ছে প্রচুর অপশন। ৬০ দিনের ফ্রি ভার্সন ডাউনলোড করে আপনিও দখল করে নিতে পারেন এই হিট সফ্টওয়্যারটি।

৬. ভিজুয়্যাল স্টুডিও ২০০৫

২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আসার কথা থাকলেও ভিজুয়্যাল স্টুডিও ২০০৫-এর (VS 2005)- বেটা ভার্সনগুলোই এ বছর বাজার মাত করে ফেলেছে। VS 2003 ভিজুয়্যাল বেসিক 6 বা C++ বিভারের চেয়ে ডিবাগিং কোড এক্সপেনশন, রিফ্যাকটোরিং, কোড ট্র্যাকিং, স্টার্টআপ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই VS 2003 অনেকখানি এগিয়ে। তাই আসল প্রোডাক্টের জন্য বসে না থেকে এক্ষুণি VS 2005-এর সব সুবিধা পরখ করে নিতে এর বেটা ভার্সনগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

৫. জি মেইল-গুগুলের নতুন বিস্ময়

২০০৪ সালে পুরো ওয়েব মেইলের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে গুগুলের জি মেইল। তবে বহুল আলোচিত ১ গিগাবাইট মেইল বক্সের কারণেই কিন্তু শুধু এই জি মেইল বিখ্যাত নয়। বরং সফ্টওয়্যার বিশেজ্ঞদের কাছে জি মেইল সমাদৃত এর জাভা স্ক্রিপ্টভিত্তিক ক্লায়েন্ট সাইড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য। সার্ভার সাইড প্রোগ্রামের আধিক্য কম হওয়ায় জি মেইল আপনার মেশিনে লোডও হয় খুব দ্রুত।

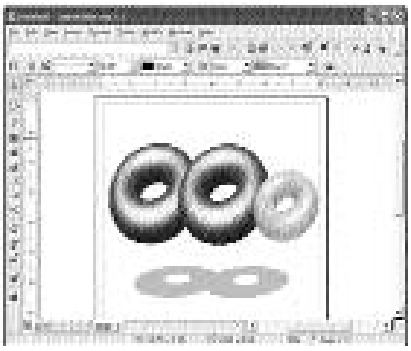

৪. স্যাটেলাইট ইমেজ সাইট-কি হোল

বিবিসি কিংবা সিএনএনে রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন অবস্থানে বোমা ফেলার যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখি তার সবই আসে স্যাটেলাইট ইমেজ প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই স্যাটেলাইট ইমেজ দেখার সুযোগ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে কি-হোল www.keyhole com. নামক একটি অনলাইন প্রতিষ্ঠান। এর সুবাদে সিআইএ বা পেন্টাগনের কর্মচারী না হয়েও বাগদাদ কিংবা ফালুজার বর্তমান অবস্থান পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে দেখা সম্ভব হবে। তেমনি কোটিপতি না হয়েও পৃথিবীর বিখ্যাত সব জায়গা শুধু মাউস ক্লিকের মাধ্যমে নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারবেন। এছাড়া যে এলাকায় বাস করছেন সেটির ম্যাপ বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিশ্লেষণের সুবিধাও আপনাকে দেবে এই কি-হোল ডট কম।

৩. গুগুল ডেস্কটপ

একটি প্রশ্ন নিয়মিত নেট ব্রাউজারদের মনে প্রায়ই ঘোরে, আর তা হলো সেকেন্ডেরও কম সময়ে গুগুল ব্যবহার করে মানুষ নেট থেকে লক্ষ-কোটি ডাটাবেজ খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারে চাহিদা মতো তথ্য। কিন্তু সেই একই মানুষের কেন মিনিটের পর মিনিট ব্যয় হয় নিজের পিসি থেকে সামান্য একটি ফাইল বের করতে? পিসির নিজস্ব সার্চিং মেকানিজমের এই আসামঞ্জস্যতা দূর করতে এ বছর গুগুল বের করছে এর ডেস্কটপ সার্চিং সফ্টওয়্যার। যে কোনো ধরনের ফাইল এক্সটেনশন, বিষয়বস্তু অথবা পিসিতে পড়ে সাকা ইমেইল থেকে চোখের নিমিষে সার্চ করে আপনার সামনে হাজির করতে সক্ষম এই গুগুল ডেস্কটপ।

২. এমএস অফিস-রিসার্চ সাইডবার

ওয়েবভিত্তিক সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনসের সঠিক প্রয়োগে এ বছর মাইক্রোসফ্টও পিছিয়ে ছিলো না। এর রিসার্চ সাইডবার ব্যবহার করে এমএস অফিস বিশ্বের চলতি ও মূল ভাষাগুলোয় যে কোনো ডকুমেন্টের অনুবাদ, প্রতিশব্দ বা বিপরীত শব্দের তালিকা, আভিধানিক পরামর্শ ইত্যাদি ফিচার অফার করে থাকে। এছাড়া শব্দভিত্তিক সার্চিং এবং সার্চিয়ের ক্ষেত্রেও এই নতুন সাইডবার ইউজারদের দিচ্ছে প্রচুর সুবিধা।

১. মোজিলা ফায়ার ফক্স

টেক্সট সার্চিংয়ের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে মোজিলা ফায়ার ফক্স ১০। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রোডাক্ট ব্যবহার করার পর ওয়েব সার্চিংয়ের জন্য অন্য কোনো টুল্স ব্যবহার করতে আপনার ইচ্ছেই হবে না। এছাড়া পপআপ ব্লকিং, ট্যাবড ব্রাউজিং, প্রাইভেসি, স্মার্ট সার্চ, দ্রুত ডাউনলোডিং, স্প্যাম ফিল্টারিং ইত্যাদি অসংখ্য কার্যকর ফিচারের কারণে মোজিলা ফায়ার ফক্স পরিণত হয়েছে বিশ্বব্যাপী সফ্টওয়্যার ইউজারদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে।